দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3 AUG 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

শিক্ষকদের অদক্ষতার কারণ

আ· শ· ম· বাবর আলী এম· এ; বি· এড

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'— কথাটা অনেক দিনের পুরানো দিনের হলেও বাস্তবতার দিক দিয়ে চির নতুন। বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি উল্টালে আমরা দেখতে পাবো, যে জাতি যতো বেশী উন্নতিলাভ করেছে বিশ্বের দরবারে আজ যারা নিজদেরকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের সবারই এই স্বর্ণ সাফল্যের মূলে রয়েছে শিক্ষা। শুধুমাত্র শিক্ষাই পারে একটি জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দিতে। শিক্ষাই পারে একটি জাতিকে শৌর্যে-বীর্যে বলিষ্ঠতা দান করে তাকে পূর্ণতা দান করতে। অর্থাৎ কোন জাতি যদি পৃথিবীতে এতটুকু সম্মানের অধিকারী হয়ে পরিচিতি লাভ করতে পেরে থাকে, তা শুধু তার শিক্ষার গুণেই।

তাই এই শিক্ষাকে যাঁরা পরিচালনা করেন, শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিয়ে একটা গোটা দেশকে বা জাতিকে যাঁরা বলিষ্ঠতা দান করে থাকেন, সেই শিক্ষকদের গুরুত্ব সেই দেশে বা সমাজে অপরিসীম। বস্তুতঃ একটি দেশের শিক্ষক সম্প্রদায়কে সে দেশের মূল কর্ণধার বলা যেতে পারে। দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাঠামোটা নির্ভর করে সে দেশের গোটা শিক্ষক-সম্প্রদায়ের ওপর। তাই প্রখ্যাত ফরাসী লেখক ভলটেয়ার বলেছেন— 'যদি কোনো দেশকে ধ্বংস করার ইচ্ছে তোমার থাকে, তবে সেদেশের সব শিক্ষকদেরকে ধ্বংস করে ফেলো— তোমার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে।' মাত্র এই একটি উক্তিতে সমাজে বা দেশে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

অবশ্য নামেমাত্র শিক্ষাদান কার্য সম্পাদন করেই যাঁরা নিজদেরকে 'শিক্ষক' বলে দাবী করে থাকেন, তাঁরা সূত্রটির অপব্যাখ্যা করে থাকেন। শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে যে, তিনি যা শিক্ষা দেবেন, তা যেন সমাজ আর দেশের জন্য বিশেষ কল্যাণ কর হয়। কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা শ্রেয়তর।

কারণ, তা আর যাই করুক অন্ততঃ স্বেচ্ছায় খালকেটে কুমীর ডেকে আনে না। শুধুমাত্র একজন দক্ষ শিক্ষকই পারেন সমাজ এবং দেশের চাহিদাকে পরিপূর্ণরূপে পূরণ করে দিতে। অর্থাৎ দেশ আর সমাজকে জাগিয়ে তুলে বলিষ্ঠতা দান করার জন্য সেই শিক্ষকের দরকার; যে শিক্ষকের মধ্যে তাঁর গুণগত ও পেশাগত প্রয়োজনীয় গুণগুলি পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ এ পেশাটির উপর বর্তমানে শিক্ষিত সমাজের বিশেষ কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শুধুমাত্র জীবনের দুর্বিষহ বেকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তাঁরা এই পেশাটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তারপর অন্য কোনো একটা চাকরিতে সুযোগ পেয়ে গেলে সাথে সাথেই সেই শিক্ষকতার পেশা থেকে মুক্তি নিয়ে যেন নিধান লাভ করেন।

চলবে